লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

ভারতের প্রথম ও একমাত্র পঞ্চায়েত তথ্যপত্র

সংযোগ সংবাদ

পঞ্চায়েত ও আমরা

গ্রাহক হোন
'পঞ্চায়েত ও আমরা' পাক্ষিক পত্রিকাটিকে সুস্থায়ী করতে প্রত্যেক পাঠককে এই পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।
বাৎসরিক ২৪ টি সংখ্যার জন্য গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা।
সম্পাদক, পঞ্চায়েত ও আমরা
প্রযত্নে : লোক কল্যাণ পরিষদ,
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬

১৫ জুন ২০১৪, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১ • মূল্য - ৩.০০ টাকা পাক্ষিক / Fortnightly VOL-XII No-01 RNI.REGD.NO 69736/98.

শিল্পাঞ্চলে অফিস খোলার উদ্যোগ বর্ধমান জেলা পরিষদের

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়: পঁচাত্তর আসন বিশিষ্ট বর্ধমান জেলা পরিষদের আয়তন খুব বেশি হওয়ার জন্য এবং ভৌগোলিক দিক থেকে জেলার শিল্পাঞ্চল এলাকা তথা পশ্চিমাঞ্চল থেকে জেলা সদর বর্ধমানের দূরত্ব বেশি হওয়ায় এবার জেলা পরিষদের শিল্পাঞ্চল এলাকার আসানসোলের অফিসটি ঢেলে সাজানো হচ্ছে। ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সুবিধার পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে গতি আনতে সভাধিপতি সহ জেলা পরিষদের পুরো টিম সপ্তাহে একদিন করে শিল্পাঞ্চল এলাকার আসানসোলের জেলা পরিষদের ঐ অফিসে বসবেন বলে জানা গেছে।

জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, আসানসোলে জেলা পরিষদের একটি ছোট মাপের অফিস আছে। সেখানে সাকুল্যে সাত আট জন কর্মচারী কাজ করেন। কিন্তু তাতে ঐ এলাকার বাসিন্দাদের কাজকর্মের সমস্যা খুব একটা মিটছে না। ফলে জেলা পরিষদের কাজ থাকলে আসানসোল, রানিগঞ্জ, সালানপুর, জামুড়িয়া, অন্ডাল, পান্ডবেশ্বর ইত্যাদি এলাকার অধিবাসীদের বর্ধমানে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না। সেখান থেকে কাজ সেরে ফিরে আসতে আসতে গোটা দিন পেরিয়ে যায়। ফলে তাদের খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এছাড়াও ঐ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে তদারকি করার জন্য জেলার পশ্চিমাঞ্চলে একটি পুরো দস্তুর অফিসের প্রয়োজনও রয়েছে। সবদিক বিবেচনা করে জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু চলতি বছরের মার্চ মাস থেকেই আসানসোলের অফিসে যাওয়া শুরু করেন। লোকসভা নির্বাচন পর্ব মিটে যাওয়ার পর ঐ অফিসটিকে পূর্ণাঙ্গ অফিস হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তিনি জানান, এই খনি শিল্পাঞ্চল এলাকায় ৭১টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৯টি পঞ্চায়েত সমিতি আছে। তাছাড়া ঐ এলাকায় জনা কুড়ি জেলা পরিষদ সদস্যও আছেন। বিস্তীর্ণ এই এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম দেখাশোনা করতে সভাধিপতি সপ্তাহে একদিন এবং সহ-সভাধিপতি সপ্তাহে দু'দিন করে বর্ধমান থেকে আসানসোল যাচ্ছেন। এছাড়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সপ্তাহে দু'দিন করে ঐ অফিসে থেকে কাজকর্ম দেখভাল করছেন। এবার থেকে বিদ্যুৎ এবং কৃষি কর্মাধ্যক্ষরাও সপ্তাহে দু'দিন করে সেখানে বসবেন বলে ঠিক হয়েছে।

উল্লেখ্য, আসানসোল-দুর্গাপুর এলাকাকে নিয়ে আলাদা জেলা তৈরি করার দাবী দীর্ঘদিনের। প্রশাসন সূত্রে এ ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে তা কবে বাস্তবায়িত হবে সেটা পরিস্কার নয়। শপথ নেওয়ার পর থেকেইজেলা পরিষদের কাজে গতি আনতে নানা ধরনের উদ্যোগ নিতে দেখা যায় বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে। জেলার পশ্চিমাঞ্চল এলাকার জনগণের স্বার্থে এবং উন্নয়নমূলক কাজে গতি আনতে জেলা পরিষদের পুরো টিমকে সপ্তাহে একদিন করে আসানসোলে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগও নি:সন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

বীজ-চাষ বাঁচাচ্ছেন মহিলা কিষাণরা

নাসিরুদ্দিন গাজী: বীজ বাঁচাচ্ছেন, চাষ বাঁচাচ্ছেন, দেশ বাঁচাচ্ছেন মহিলা কিষাণরা। দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুরের মহিলা কিষাণরা বীজ সংরক্ষণ শুরু করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য হল, চাষের প্রয়োজনে বীজ দোকান থেকে না কিনে নিজেদের চাষ করা দেশি সবজির বীজ রাখা এবং প্রয়োজনে সেই বীজ আবার চাষ করা। কয়েকটি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী বীজ ভান্ডার গড়ে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এখন হাইব্রীড বীজ পাওয়া যাচ্ছে। তার দাম নির্ধারণ করছে কোম্পানীরা। তাছাড়া ওই ফসলের বীজ দিয়ে পরের বার আর চাষ করা যাবে না। কারণ ফলন কম হবে। কিন্তু দেশি জাতের বীজ যেগুলি বাপ-ঠাকুরদারা চাষ করতেন, তারা তো নিজেদের জন্য বীজ রাখতেন এবং সেই বীজ দিয়েই আবার পরের বার চাষ করা হত। তাছাড়া নিজেরা বীজ রাখলে - ভালো পুষ্ট ফসলের বীজ দেখেশুনে বুঝে রাখতে পারা যায়। অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় না। এমনই ভাবনা - ফোরাম এগেন্সট মনোপলিস্টিক এগ্রেশন, টিচার্স অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট এগেন্সট ম্যাল ডেভেলপমেন্ট, ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্রেসি, ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটি, দিশা, অ্যালায়েন্স ফর সাসটেনেবল অ্যান্ড হোলিস্টিক এগ্রিকালচার, লোক কল্যাণ পরিষদ, হালিশহর বিজ্ঞান পরিষদ, জনস্বাস্থ্য স্বাধিকার মঞ্চ, বায়ো পরিবার, হাঙ্গার ফ্রি ওয়েস্টবেঙ্গল, কাজলা জনকল্যাণ সমিতি, সেভ আওয়ার রাইস ক্যাম্পেন, ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার সহ বহু সংগঠনের। তাদের শ্লোগান - বীজ বাঁচাও, চাষ বাঁচাও ও দেশ বাঁচাও।

মহিলা কিষাণ স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা প্রকল্পভুক্ত মহিলা কিষাণদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ধীরে ধীরে এপথে এগোচ্ছে। তাদের এই দেশজ প্রয়াসে সর্বতোভাবে সহায়তা প্রদান করে চলেছেন লোক কল্যাণ পরিষদের স্বেচ্ছাব্রতীরা।

প্রাণী টিকাকরণ কর্মসূচি

গোমা ছেত্রী : সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ব্লকের সাঁতালী গ্রাম পঞ্চায়েতের মধু চা-বাগানের বধুরাম লাইন বটতলায় মহিলা কিষাণ স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাণী টিকাকরণ কর্মসূচি পালিত হল। এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা ও নানা পরামর্শ দেন বি এল ডি ও শুভেন্দু দানা, এল ডি এ প্রশান্ত কমুার দে, এল ডি এ ড: প্রণয় দাস, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ইসদোর খাড়িয়া, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মঙ্গল ইন্দুয়ার প্রমুখ সরকারি আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন ৯৬টি গরুর বি কিউ এবং ১৭৬টি ছাগলের পিপিআর টিকা দেওয়া হয়। টিকাকরণের কাজে সাহায্য করেন তিন জন প্রাণীবন্ধু এবং লোক কল্যাণ পরিষদের স্বেচ্ছাব্রতী শান্তি ওঁরাও।

সমস্যা জর্জরিত মাদুর শিল্পীরা সুদিনের অপেক্ষায়

নাসিরুদ্দিন গাজী: দক্ষিণ দিনাজপুর মূলত: কৃষি প্রধান জেলা। এখানে কৃষিভিত্তিক শিল্প হলে উপকৃত হবেন এলাকার মানুষ। হরিরামপুর ব্লকের পুন্ডরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশরাইল গ্রামে মাদুর কাঠি চাষ ও মাদুর তৈরির শিল্প চলছে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। সরকার উদ্যোগ নিলেই এই শিল্প জেলা ছাড়িয়ে রাজ্যে প্রভাব ফেলবে বলে আশাবাদী এলাকার মানুষ।

হিন্দু রাজবংশী সম্প্রদায়ের দেশি, পালিয়া, আদিবাসী, সাঁওতাল সম্প্রদায় থেকে শুরু করে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের এক সুন্দর সহাবস্থান গোটা কেশরাইল জুড়ে। কেশরাইল গ্রামে এবছর মাদুর কাঠি চাষ হয়েছে প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে। গ্রামের প্রায় আড়াইশো পরিবার যেমন অন্যান্য ফসলের চাষ করেন, তেমনি তারা মাদুর কাঠি চাষ এবং মাদুর তৈরিও করেন।

মাদুর কাঠি থেকে তৈরি হয় নামাজি মাদুর। দু'হাতি মাদুর আর তিন হাতি মাদুর। সাধারণত বড় মাদুরগুলো বিছানার উপর বসবার জন্য কিংবা মেঝে বা মাটিতে পেতে বসার জন্য ব্যবহার হয় ঘরে ঘরে। ছোট মাদুরের দাম পঞ্চাশ টাকা আর বড় মাদুরের দাম একশো টাকা। এক বিঘা মাদুর কাঠি চাষ করে তা থেকে মাদুর তৈরি করলে গড়ে সাত থেকে আট হাজার টাকা লাভ হয়। তিন ঘন্টায় বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি আঁচের উপর বসে একসঙ্গে অনায়াসে দু'টো মাদুর তৈরি করা যায় বলে এলাকার মাদুর চাষীরা প্রতিবেদককে জানান। এ কাজে বাড়ীর মেয়ে-বউরাই বেশি যুক্ত। তৈরি মাদুর বিক্রি করার জন্য বাজারে যেতে হয় না। পাইকাররা এসে কিনে নিয়ে যান। রায়গঞ্জের দুর্গাপুর, টুঙ্গিদিঘি, কালিয়াগঞ্জের ধনকোল, সরাইহাট ও মালদায় কেশরাইলের তৈরি মাদুরের বাজার বসে।

গ্রামবাসী, মাদুর কাঠি চাষীএবং মাদুর শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, নানা সমস্যায় জর্জরিত মাদুর শিল্প। যেমন - যারা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তারা গরীব। হাতেগোনা কয়েকজন বাদ দিলে বেশিরভাগেরই চাষের জমি নেই। কেউ কেউ এক বিঘা, দু'বিঘা জমি লীজ নিয়ে মাদুর কাঠি চাষ করেন। এক্ষেত্রে জমির মালিককে দিতে হয় বিঘা প্রতি তিন হাজার টাকা। জলপাতি মাদুর চাষে এক বিঘা জমিতে মাদুর কাঠি চাষ করতে জল লাগে প্রায় আড়াই হাজার টাকার। এখানে জলের যোগানে সরকারি কোনও সেচ প্রকল্প নেই। তাছাড়া, শুকনো মাদুর কাঠি সারা বছর রাখার মতো জায়গা কারোর নেই। শুকনো মাদুর কাঠি খোলা রাখলে হাওয়ায় মাদুর কাঠির রং ঝলসে যায়। তাই কমিউনিটি গোডাউনের দাবী তুলেছেন মাদুর শিল্পীরা। অসুবিধে রয়েছে তৈরি মাদুর রাখা নিয়েও। আর এই শিল্পের সমস্যা হল, চাষীদের কোনও মূলধন নেই। এক্ষেত্রে সহজে কৃষিঋণ দিতে তৎপরতা দেখায়নি সরকারও। কেশরাইল যাওয়ার রাস্তাটির অবস্থা খুব খারাপ। রাস্তার এই দুরাবস্থার জন্য বাইরের পাইকাররা মাদুরের দাম কমিয়ে দেন। এত সব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও চলছে কেশরাইলে মাদুর কাঠি চাষ ও মাদুর তৈরির শিল্প।

মাদুর কাঠি থেকে শুধুমাত্র যে মাদুর তৈরি করা হচ্ছে তা নয়, মাদুর কাঠিকে ব্যবহারিক জীবনে আর কোথাও ব্যবহার করা যায় কিনা, সে দিকটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যেমন - মাদুর কাঠির এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের ব্যাগ, ফাইল কভার, কুশান কভার, ডিনার ম্যাট, পার্স তৈরির প্রশিক্ষণ ও বাজার জাত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শুভাশীষ পাল। তিনি আরও জানান যে,

এরপর দু'য়ের পাতায়

জলপাইগুড়ি জেলায় মাছ চাষের উদ্যোগ

রাজকুমারী ওঁরাও : জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ব্লকের সাঁতালী, মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাছ চাষ শুরু হয়েছে। ছোট ডোবা, পুকুরগুলি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্কার করানো হয়েছে। কিছু নতুন পুকুর খনন করাও হয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত পুকুর, ডোবার তালিকা তৈরি করে ধনচে বীজ ছড়িয়ে সবুজ সার/মাছের খাদ্য তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক পুকুরে মহিলা কিষাণরা গোবর সার ইত্যাদি যথাসম্ভব বেশি বেশি করে ফেলেছেন। ছোট ছোট ডোবা যেগুলি এঁদো ডোবা, সেখানে তেলাপিয়া মাছ চাষের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বড় ফাঁকা পুকুর জলাশয়গুলিতে রুই-কাতলা-মৃগেল চাষের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় সমস্ত পুকুর জলাশয়গুলিতে মাছের পোনা ছাড়ার কথা। এ প্রসঙ্গে সাঁতালী এলাকার চাঁদু স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা কিষাণ গোলাপী তিরকি, জ্যোতি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর শুশীলা লাকড়া, মীরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আম্রপালী তিরকিরা বলেন, 'ছোট ছোট ডোবায় কিছুই হত না। এবছর লোক কল্যাণ পরিষদের স্বেচ্ছাসেবীদের পরামর্শে মাছ চাষের সিদ্ধান্ত নিয়েছি'। মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাঁসুলি স্বনির্ভর গোষ্ঠী, হুড়াং স্বনির্ভর গোষ্ঠী, কাঞ্চাহ্নি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পুকুরগুলিতে মহিলা কিষাণ স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু যে মাছ চাষ হবে তা নয়, পাশাপাশি হাঁস পালন, মাচায় সবজি চাষ, পাড়ে সবজি ও ফল চাষ অর্থাৎ সুসংহত উপায়ে পুকুরকেন্দ্রিক চাষ করা হবে বলে জানান স্বেচ্ছাসেবী অনিতা রায়।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ

তাপস চক্রবর্ত্তী: সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ব্লকের চুয়াপাড়া, কালচিনি, গারোপাড়া, সাঁতালী, মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা কিষাণদের ঘরোয়া পদ্ধতিতে উন্নত প্রজাতির হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ শেষ হল। গারোপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়ী দিশা সংঘ ভবনে, চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সেন্ট্রাল ডুয়ার্সের আই সি ডি এস সেন্টার ও গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে, কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের অ্যাথেলেটিক ক্লাবে, মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের আস্থা ভবনে, সাঁতালী গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি সংঘ ভবন ও হাসিমারা ক্লাব ঘরে প্রশিক্ষণগুলি অনুষ্ঠিত হয়। ৫দিন ধরে চলা ৭টি প্রশিক্ষণে প্রায় ৫৪০ জন মহিলা কিষাণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ দেন লোক কল্যাণ পরিষদের স্বেচ্ছাসেবী নাসিরুদ্দিন গাজী।

প্রশিক্ষণে নাসিরুদ্দিন গাজী বলেন, উন্নত জাতের মুরগী (আর আই আর) ও উন্নত জাতের হাঁস (খাকি ক্যাম্বেল) বছরে গড়ে প্রায় ২৫০টি করে ডিম পাড়ে, যা দেশি হাঁস-মুরগীর থেকে অনেক বেশি। তাই উন্নত প্রজাতির হাঁস-মুরগী মহিলা কিষাণরা পালন করলে বেশি লাভবান হবেন।

জলপাইগুড়ি জেলার ঘুঘুডাঙ্গা ফার্ম থেকে হাঁস-মুরগীর বাচ্চা আনা হচ্ছে। দূর থেকে আনা হচ্ছে তাই প্রথমত: ও আর এস তৈরি করে খাওয়ালে ভালো। তাছাড়া ঘর তৈরি রাখা দরকার। যে ঘরে আলো বাতাস প্রবেশ করে এবং মেঝে শুকনো থাকে- এমন ঘরই উপযুক্ত। তিনি আরও বলেন, হাঁস-মুরগীর ক্রিমি রোগের প্রতিকারে জলের সঙ্গে কাঁচা হলুদের রস সপ্তাহে একবার খাওয়ালে ভালো হয়। তিনি মুরগীর উকুন রোগের জন্য নিমপাতা মুরগীর ঘরে ছড়ানোর পরামর্শ দেন। বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসাবে সপ্তাহে একবার একটি মুরগীকে এককোয়া রসুনও খাওয়ানো যেতে পারে। তিনি হাঁস-মুরগীকে দিনে দু'বার খাওয়ানোর কথা বলেন। তৈরি খাবার বাজার থেকে না কিনে,

এরপর দু'য়ের পাতায়

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর
উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ
সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা) অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদে(০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭/৬৫২৯১৮৭৮

সংখ্যা-২৯৭, ১৫ জুন ২০১৪, রবিবার
সম্পাদক - অমলেন্দু ঘোষ

সকলের জন্য স্বাস্থ্য

'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' এই শ্লোগানটি যত তাড়াতাড়ি রূপায়িত হবে তত বেশি শান্তি ও স্বস্তি পাবে দেশের গরীব ও প্রান্তিক মানুষজন। কেন্দ্রের নতুন সরকার প্রথম থেকেই স্বাস্থ্য কর্মসূচি রূপায়ণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের যে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে নি:সন্দেহে শুভ সূচনা বলা যেতে পারে। আমাদের দেশের গরীব ও প্রান্তিক মানুষরা মূলত সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। অথচ অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অন্যদের চিকিৎসা পরিষেবা দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। চিকিৎসার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো, বিনামূল্যে ওষুধের ব্যবস্থা, রোগীর প্রতি ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের দ্বায়বদ্ধতা ও মমত্ববোধ সুচিকিৎসার অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে চিহ্নিত। তাই কেন্দ্রের নতুন সরকারকে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের শ্লোগান কার্যকারী করতে হলে দেশের প্রতিটি হাসপাতালেই উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। চিকিৎসা পরিষেবা দেবার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুন সরকারের চিন্তা ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী যদি সঠিক পথের দিশারী হয় তাহলে সরকারের জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে 'স্বাস্থ্য' নি:সন্দেহে একটি বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

প্রথম পাতার পর...

হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ

তিনি পরামর্শ দেন ভুট্টা, চাল, লগম, তুষ, সোয়াবিন ইত্যাদির কুড়ো মিশিয়ে খাবার তৈরি করতে। তাছাড়া ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরনের জন্য শামুক, গুগলি, ঝিনুকের খোলা গুড়ো করে এক চিমটি করে খাওয়ানোরও তিনি পরামর্শ দেন। হাঁস-মুরগীকে নিয়মিত শাক - সবজি কুচি কুচি করে খাওয়ানোর অভ্যাস করলে ওরা সবজি বাগান নষ্ট করবে না। আর তাতে হাঁস-মুরগীর শরীরও পুষ্ট থাকবে। প্রশিক্ষক নাসিরুদ্দিন গাজী উন্নত প্রজাতির হাঁস-মুরগী পালনের কতটা লাভ তা বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, নিয়ম করে পালন করলে ৬ মাস বয়স থেকে ডিম পাড়বে। একটা মুরগী বছরে ২৫০টিরও বেশি ডিম দেয়। তাহলে ৫টি মুরগী ডিম দেবে (২৫০X ৫) = ১২৫০টি। বাজারে ডিমের দাম এখন ৬ টাকা করে। সুতরাং ডিম বিক্রি হবে (১২৫০X ৬) = ৭৫০০ টাকার। সেক্ষেত্রে দেখভাল, খাওয়া খরচ বাদে লাভ হবে (৭৫০০-২৫০০) = ৫০০০ টাকা।

এ প্রসঙ্গে চা-বাগানের মহিলা কিষাণরা বলেন যে, জায়গার অভাবে তারা চাষাবাদ করতে পারছেন না। তাই তারা ঘরোয়া সবজি বাগানের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত প্রজাতির হাঁস-মুরগী পালন করতে আগ্রহী হয়েছেন। মহিলা কিষাণ স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা প্রকল্প থেকে মহিলা কিষাণরা তাদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষে হাঁস-মুরগী পাচ্ছেন। পাশাপাশি হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণও পাচ্ছেন। এতে মহিলা কিষাণরা যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছেন।

প্রথম পাতার পর...

সুদিনের অপেক্ষায়

হরিরামপুরের বিধায়ক বিপ্লব মিত্রের নির্দেশে তিনি একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। সেই প্রকল্প থেকে মাদুর শিল্পীদের সেচ ব্যবস্থা, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কৃষি লোন প্রদান, স্টোর রুম তৈরি করে সহায়তা করা হবে।

কেশরাইল গ্রামের পশ্চিম কালানিপাড়া, আদিবাসীপাড়া, কানুহার, মোড়লপাড়া, হাজিপাড়া, ভানুহার, বর্মনপাড়া কিংবা স্কুল পাড়ার মানুষজনের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে তারা ধান, গম, পাটের সঙ্গে মাদুর কাঠি চাষ করে আসলেও প্রশাসনের কোন প্রত্যক্ষ সাহায্য পাননি। মাদুর শিল্পের প্রবীন শিল্পী নিখিল দেবনাথ জানান, সরকারি সাহায্য চেয়ে এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে এতবার দৌঁড়েছি যে ততদিনে দিল্লী পৌঁছে যাওয়া যেত। কিন্তু তাতেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

সমস্ত মাদুর শিল্পীদের একটাই বক্তব্য, সব সমস্যার সমাধান করতে পারে একমাত্র প্রশাসন। মাদুর শিল্পীরা চায় প্রশাসন এগিয়ে এসে বাঁচাক ২৫০টি পরিবারকে। তারা চায়, সরকারের সহায়তায় কম খরচে আসুক জলের যোগান। 'নিজ ভূমি, নিজ গৃহ' প্রকল্পে গরীব চাষীদের দেওয়া হোক ঘর। লোন দিতে এগিয়ে আসুক ব্যাংক। রাস্তা তৈরি করে দিক জেলা পরিষদ। জেলা দপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে মাদুর তৈরির শিল্প ছড়িয়ে পড়ুক দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ছাড়িয়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে। ধান, গম, পাট চাষের সঙ্গে মাদুর কাঠির চাষ ও মাদুর তৈরির ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা পাক - এটাই আশা কেশরাইলের শিল্পীদের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকে মহিলা কিষাণ স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা শুরু হয়েছে। লোক কল্যাণ পরিষদের কর্মীরা কেশরাইলের মহিলা মাদুর চাষীদের একত্রিত করে স্বনির্ভর গ্রুপ তৈরি করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেক্ষেত্রে মহিলা কিষাণরা সংঘ থেকেও সুযোগ পেতে পারেন। বর্তমানে একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে জেলা পরিষদের পূর্ত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শুভাশীষ পাল এবং লোক কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে। অমলেন্দু দেবনাথ, মতিলাল দাস, সুকু বর্মন, কনক দেবনাথ, জাহাঙ্গির আলম সহ সমস্ত মাদুর শিল্পীরা আজও সেই সুদিনের প্রতীক্ষায়।

গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়িকা

রাজ্যে নতুন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত বোর্ড গঠিত হয়েছে। অনেক নতুন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। অনেকে আবার প্রধান , উপ-প্রধান হয়ে পঞ্চায়েত পরিচালনারও দায়িত্ব পেয়েছেন। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল, বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারনের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। রাজ্যে জনমুখী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংসদ সভা ও গ্রাম সভার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের এবারের আলোচনা এই দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে।

গ্রাম সংসদ সভা

১) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক নির্বাচন ক্ষেত্রে একটি গ্রাম সংসদ রয়েছে। নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রত্যেক ভোটার এই গ্রাম সংসদের সদস্য। **(ধারা ১৬ক)**

২) গ্রাম সংসদের সভা করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের। গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান গ্রাম সংসদের সভার নোটিশ দেবেন। কমপক্ষে সাত দিনের নোটিশে সভা ডাকতে হবে। সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় এবং স্থান মাইকের মাধ্যমে বা ঢোল পিটিয়ে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। গ্রাম সংসদের সভার নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ডেও টাঙিয়ে দিতে হবে। **(ধারা ১৬ক)**

৩) বছরে দু'বার সভা করতে হবে। বাৎসরিক সভা করতে হবে মে মাসে এবং ষাণ্মাসিক সভা করতে হবে নভেম্বরে। এছাড়া, প্রয়োজনে অথবা রাজ্য সরকারের নির্দেশে গ্রাম সংসদের বিশেষ সভা আহ্বান করা যাবে। বিশেষ সভার ক্ষেত্রে কমপক্ষে পনেরো দিনের নোটিশ দিতে হবে। **(ধারা ১৬ক, বিধি ৭১)**

৪) এলাকার নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্যকে গ্রাম সংসদের সভায় হাজির থাকতে হবে। **(ধারা ১৬ক)**

৫) প্রধান বা উপ-প্রধান গ্রাম সংসদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। দু'জনেই অনুপস্থিত থাকলে, নির্বাচন ক্ষেত্রের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য (দু'জন সদস্য হলে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য) সভাপতিত্ব করবেন। **(ধারা ১৬ক)**

৬) গ্রাম সংসদের সভায় সংসদ সদস্যের হাজিরা একটি খাতায় নিতে হবে এবং সভায় রেজ্যুলিউশন খাতায় লিখতে হবে। সভা শেষ করার আগে লিখিত রেজ্যুলিউশন সভায় পড়ে শোনাতে হবে, তারপর সভায় যিনি সভাপতিত্ব করবেন তিনি রেজ্যুলিউশনে স্বাক্ষর করবেন। **(ধারা ১৬ক)**

৭) সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার এক দশমাংশ সদস্য অর্থাৎ শতকরা দশভাগ সদস্য সভায় উপস্থিত হলে কোরাম হবে। কোরাম না হলে সভা মুলতুবি হবে। মুলতুবি সভা একই স্থানে সভার তারিখ বাদ দিয়ে পরের সাত দিনের মাথায় হবে। মুলতুবি সভায় পাঁচ শতাংশ সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হবে। **(ধারা ১৬ক, বিধি ৬৯)**

৮) গ্রাম সংসদের বিশেষ সভার ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা কুড়ি ভাগ সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হবে। বিশেষ সভা যদি কোরামের অভাবে মুলতুবি হয়ে যায় তাহলে মুলতুবি সভায় এক দশমাংশ সদস্য অর্থাৎ দশ শতাংশ সদস্য সভায় উপস্থিত হলে কোরাম হবে। এক্ষেত্রে সদস্য বলতে গ্রাম সংসদ এলাকার ভোটারকে বোঝাবে। **(ধারা ১৬ক, বিধি ৭১)**

৯) গ্রাম সংসদকে, এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং উপদেশ দিতে পারবে। গ্রাম সংসদের সভায় যে সব সিদ্ধান্ত হবে, সেগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় বিবেচনা করতে হবে। **(ধারা ১৬ক, বিধি ১৬)**

গ্রাম সংসদে মুখ্য আলোচ্য বিষয়:

১) প্রকল্প নির্দিষ্ট করা এবং প্রকল্পের নীতি ও অগ্রাধিকার তালিকা নির্ধারণ করা। **(ধারা ১৬ক)**

২) বিভিন্ন প্রকল্পের বা দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির সুফলভোগীদের চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিতকরণের নীতি নির্ধারণ করা। **(ধারা ১৬ক)**

৩) বাৎসরিক সভায় অর্থাৎ মে মাসের সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিগত বছরের সংশোধিত বাজেট, বিগত এক বছরের হিসাব বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা এবং বিগত বছরে কী কাজ হয়েছে এবং চলতি বছরে কী কাজ হবে এবং পরবর্তী বছরে কী কী কাজ করা যেতে পারে সেই সংক্রান্ত বিবেচনা করতে হবে। **(ধারা ১৬ক,১৭ক, ১৮)**

৪) ষাণ্মাসিক সভায় অর্থাৎ নভেম্বর মাসের সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী আর্থিক বছরের বাজেট সম্বন্ধে সংসদের সদস্যদের মতামত নেওয়া, বিগত ছয় মাসের হিসাব এবং
বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা, পরবর্তী আর্থিক বছরের পরিকল্পনা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা করতে হবে। **(ধারা ১৬ক, ১৭ক, ১৮)**

গ্রাম সংসদের সভায় প্রকাশযোগ্য বিষয়সমূহ:

গ্রাম সংসদের সভায় যে যে বিষয়গুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।:
[সূত্র: পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন স্তরের আদেশনামা নং ২৯৮/পিএন/ও/ঐ/৩সি-৭/০৩ তারিখ ২১.০১.২০০৯]

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৪১ আইন) অনুযায়ী গ্রাম সংসদ গঠিত হয়েছে সংসদের সদস্য এবং গ্রাম সংসদের মাধ্যমে জনগণের কাছে একটি দায়বদ্ধতার মঞ্চ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্যে বছরে দু'বার ঐ সংসদগুলির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ঐ সংসদগুলির সদস্যদের কাছে পৌঁছানো উচিত যাতে তাঁরা ঐ সকল তথ্য জানতে পারেন, যথার্থ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন ও ঐ সংস্থাগুলির কাজকর্মের উন্নতির জন্য পরামর্শ দিতে পারেন। নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রকাশ করা ও সকল সদস্যদের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা একান্ত আবশ্যক। বার্ষিক সংসদ সভার ক্ষেত্রে সকল তথ্য পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের এবং অর্ধবার্ষিক বা ষাণ্মাসিক সংসদ সভার ক্ষেত্রে সেই বছরের প্রথম ছ'মাস সংক্রান্ত হতে হবে:

১) বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি সমেত পূর্ববর্তী সংসদ বৈঠকে গৃহীত সুপারিশ বা প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এরূপ বিষয়। কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে অসুবিধা হয়ে থাকলে তা পরিস্কারভাবে জানানো উচিত।

২) গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাব সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ২৭নং ফর্ম অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের হিসাব, প্রয়োজনে ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য সহ, জানাতে হবে।

৩) প্রধান খাতওয়ারী উদ্বৃত্ত তহবিল যেটি অব্যয়িত অবস্থার সময়সীমার শেষে পড়ে আছে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও মঞ্জুরীকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার এবং সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনও বিঘ্ন ঘটলে তার বিবরণ।

৪) নিজস্ব তহবিলের ক্ষেত্রে নির্ধারক তালিকার নিরিখে মোট সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ এবং ঐ তহবিলের উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিজস্ব তহবিল প্রাপ্তি ও সদ্ব্যবহার এবং নিজস্ব তহবিল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়, সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি এবং ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তহবিলের পরিমাণ বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৬) সংশ্লিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত সাধারণ সংখ্যা ও উপ-সমিতির সভার সংখ্যা এবং ঐ সভাগুলিতে উপস্থিতির হার। যে সকল সমিতিগুলিতে বিধিসম্মত সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সংখ্যা এবং কারণ দেখাতে হবে।

৭) অভ্যন্তরীণ ও ই.এল. এ. কর্তৃক প্রদত্ত সাম্প্রতিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ এবং ঐ প্রতিবেদনগুলির উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যদি ইতিমধ্যে সংসদ সভায় উপস্থাপিত না হয়, যদি পর্যবক্ষেণের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।

৮) পঞ্চায়েত সম্পর্কিত জেলা পঞ্চায়েত কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত কোনও প্রতিবেদন থাকলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, ঐ প্রতিবেদনের উপর যে কোনও বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হলে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

৯) সংসদ সভায় পেশ করা না হয়ে থাকলে সর্বশেষ স্বমূল্যায়নের প্রতিবেদনের উপর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, ঐ সংস্থার কাজকর্মের ক্ষেত্রে শক্তি ও দুর্বলতার তথ্য বিবৃত করা উচিত। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/দুর্বলতার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

১০) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়া বা বর্তমানে চালু আছে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা জানাতে হবে।

১১) ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছেন এমন ব্যক্তিদের নাম জানাতে হবে।

১২) জনগণের অংশগ্রহণ/স্বেচ্ছাদানের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা, অন্যস্থানে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১৩) শূন্য পদের সংখ্যা এবং তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ্রাম সভা

১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত ভোটারকে নিয়ে একটি গ্রাম সভা গঠিত হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক ভোটার গ্রাম সভার সদস্য। **(ধারা ১৬খ)**

২) প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে, গ্রাম পঞ্চায়েতকে গ্রাম সভার সভা অবশ্যই ডাকতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধান গ্রাম সভার সভা ডাকবেন। **(ধারা ১৬খ)**

৩) কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশ দিয়ে সভা ডাকতে হবে। সভার তারিখ, সময়, স্থান এবং আলোচ্যসূচি জানিয়ে সভার নোটিশ প্রচার করতে হবে। সভার নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে রাখতে হবে। সভার নোটিশ পঞ্চায়েত এলাকায় মাইকে প্রচার করতে হবে। **(ধারা ১৬খ)**

৪) (ক) গ্রাম সংসদের আলোচ্যসূচিগুলি সবই গ্রাম সভার আলোচ্যসূচিতে থাকবে। গ্রাম সংসদের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয়গুলি গ্রাম সভায় আলোচনা করা হবে এবং গ্রাম সভা মতামত দিতে পারবে। **(ধারা ১৬খ)**

(খ) গ্রাম সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের আগামী বাজেট, বার্ষিক পরিকল্পনা এবং সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট এবং বিগত বছরের আয়-ব্যয় ও কাজের হিসাব, বিভিন্ন হিসাব, বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা অবশ্যই পেশ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট সম্বন্ধে পঞ্চায়েত এবং গ্রাম সংসদগুলি এবং অন্যান্য মতামত আলোচনার জন্য পেশ করতে হবে। এই সব বিষয়ে গ্রাম সভা যে সব মতামত গ্রহণ করবে তা রেজ্যুলিউশনে লিখে রাখতে হবে। **(ধারা ১৬খ)**

৫) গ্রাম সভার মোট সদস্যের (গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ভোটারের) ১/২০ সংখ্যক অর্থাৎ ৫ (পাঁচ) শতাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে। যদি কোরাম না হয়, তা হলে সভা মুলতুবি হবে এবং মুলতুবি সভা সাত দিন পরে একই সময়ে একই স্থানে করতে হবে। মুলতুবি সভার জন্য কোরাম লাগবে না। **(ধারা ১৬খ)**

৬) প্রধান অনুপস্থিত থাকলে, উপ-প্রধান গ্রাম সভায় সভাপতিত্ব করবেন। **(ধারা ১৬খ)**

৭) সমস্ত গ্রাম সংসদগুলির সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামত সহ গ্রাম সভার সভায় পেশ করতে হবে। গ্রাম সভা সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।**(ধারা ১৬খ)**

৮) গ্রাম সভার সভায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর একটি রেজিস্টারে নিতে হবে। সভার রেজ্যুলিউশন একটি রেজিস্টারে লিখতে হবে। রেজ্যুলিউশন গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন কর্মচারীকে লিখতে হবে। কোনও কর্মচারী না থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সদস্য রেজ্যুলিউশন লিখবেন। রেজ্যুলিউশনে লিখিত বিষয়সমূহ সভা শেষ হওয়ার আগে সদস্যদের পড়ে শোনাতে হবে, তারপর সভার সভাপতি স্বাক্ষর করবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী অবশ্য রেজ্যুলিউশন লিখবেন না। **(ধারা ১৬খ)**

গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক বিবেচনা:

(ক) গ্রাম সংসদ এবং গ্রাম সভার সিদ্ধান্তগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিবেচনা করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত এই বিষয়ে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেইগুলি ১৮নং ধারায় যে রিপোর্ট তৈরি করা হবে তাতে উল্লেখ থাকতে হবে। গ্রাম সংসদের গৃহীত যে সব সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করা যায়নি তা পরবর্তী গ্রাম সংসদ সভায় কারণ সহ উল্লেখ করতে হবে।

(খ) গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার মিটিং-এ নির্দিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা না হলে বা মিটিং এর সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত বিবেচনা না করলে, তাকে অডিট রিপোর্টে গুরুতর অনিয়ম বলে গণ্য করা হবে।

প্রশাসনিক সংস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন-২০১৩

প্রশাসনের খোল-নলচে বদলে ফেলে আমূল সংস্কারের মাধ্যমে একে আরও জনমুখী করে তোলার প্রয়াস প্রায় সারা বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই বর্তমান সময়ে কম-বেশি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার শিকার। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কাছে দায়বদ্ধতার কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে যেসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়াটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল পরিষেবা সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি রূপায়ণ করা। আর তার জন্য জরুরী হল দৈনন্দিন জনচাহিদাকে অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী প্রকল্প রচনা করা। যে কোনও উন্নয়নশীল সমাজের মূল চাহিদা হল নিরুদ্বেগ নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্য। তাই জনসাধারণকে কীভাবে আরও উন্নত পরিষেবা জোগানো যায়, পরিষেবা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ তার অনুসন্ধানে ব্যস্ত। মানুষের চাহিদা এবং মানসিকতা এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে যে, প্রশাসন ও পরিষেবা প্রদান কাঠামোকে সেই তালে সংস্কার করাটা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

ভারতবর্ষে নাগরিক পরিষেবা সম্পর্কে জনচেতনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি পরিষেবা যে আমজনতার অধিকার- এই দাবি ক্রমশ জোরালো হতে শুরু করে বিগত দশকগুলিতে। কিছুটা বাধ্য হয়েই বিভিন্ন রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থা 'সিটিজেন্স চার্টার' প্রকাশ করে জনগণের দাবিকে মান্যতা দিতে শুরু করে। এইসব 'সিটিজেন্স চার্টার' -এ নাগরিকরা কী কী পরিষেবা পাবেন, কতদিনের মধ্যে পাবেন, পাওয়ার প্রাক শর্ত কী কী ইত্যাদি তথ্য প্রকাশ করে সংস্থাগুলির কাজে স্বচ্ছতা আনা ও দুর্নীতি হ্রাস করার এক প্রচেষ্টা শুরু করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারি স্তরে পরিষেবার বিশেষ হেরফের ঘটেনি। তাই জনপরিষেবার অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুশীল সমাজের সঙ্গে সাধারণ মানুষও সোচ্চার হয়েছেন।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জনপরিষেবা আইন প্রণয়ন শুরু হয়েছে ২০১০ সাল থেকে। প্রথম জনপরিষেবা আইন কার্যকর করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশে। তারপর বিহার। একটু বিলম্বে হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার **'পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা আইন-২০১৩' বলবৎ করেছে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে। পশ্চিমবঙ্গ হল দেশের মধ্যে সতেরোতম রাজ্য যেখানে এ আইন কার্যকর হল। সরকরি পরিষেবা যে খানিকটা দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপার এতদিনের এই ধারণা থেকে উত্তরণের পথে এই আইন যে এক মাইল ফলক, তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়।**

কিন্তু এই আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে আরেকটি প্রশ্ন। সরকার আইন প্রণয়ন করে নাগরিকদের যে অধিকারের স্বীকৃতি দিচ্ছে, সেই অধিকারটি কি তবে এতদিন ছিল না? তাহলে জনসাধারণের করের টাকায় পরিচালিত এই যে সুবৃহৎ প্রশাসনযন্ত্র, নাগরিক কল্যাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত যে সব বড় বড় প্রকল্প, সেগুলো তাহলে এতদিন কাদের জন্যে কাজ করেছে? আপাতত এই প্রশ্নগুলি মুলতুবি রেখে একবার দেখে নেওয়া যাক, 'পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন-২০১৩' আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে কতখানি সহায়ক।

পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন- ২০১৩-র উদ্দেশ্য।

রাজ্যে এবং দেশে প্রণীত অন্যান্য আইনের মতো এই আইনের ভূমিকায় আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে 'রাজ্যের জনসাধারণকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জনপরিষেবা প্রদান, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও সেই সংক্রান্ত ঘটনাবলীর ব্যবস্থাপনার জন্যে একটি আইন'।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মধ্যপ্রদেশই হল প্রথম রাজ্য যেখানে জনপরিষেবা অধিকার সংক্রান্ত 'মধ্যপ্রদেশ লোক সেবাওঁ কি গ্যারান্টি অধিনিয়ম ২০১০' আইন কার্যকর করা হয়েছে। সেই আইনটির ভূমিকায় কিন্তু ঈষৎ বিস্তৃত পরিসরের ইঙ্গিত আছে পরিষেবার সঙ্গে ' সরকারি দ্রব্যসামগ্রী'- র সময়ানুগ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের উল্লেখে।

যাই হোক, এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হল, সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনা, সরকারি কাজে গতি এনে জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধতা প্রমাণ করা।

এই আইনে কীভাবে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন?

সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি পরিষেবা পেতে হয়রানির শিকার না হন, তার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দপ্তরকে এই আইনের আওতায় এনে সেই দপ্তরের প্রদেয় বিভিন্ন পরিষেবার জন্যে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আইনের আওতাধীন প্রতিটি দপ্তর আলাদা আলাদা করে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কোন পরিষেবা কত দিনের মধ্যে পাওয়াটা নাগরিকদের অধিকার, তা ঘোষণা করেছে। সুনির্দিষ্ট ওই সময়সীমার মধ্যে পরিষেবা না পেলে কিংবা পরিষেবা পাওয়ার জন্যে যাবতীয় শর্তপূরণ করা সত্ত্বেও পরিষেবার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে কোন পর্যায়ে কোথায় নালিশ করা যাবে,তাও ওইসব গেজেট নোটিফিকেশনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চোদ্দোটি দপ্তর এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলি ইতিমধ্যে যথাক্রমে গেজেট নোটিফিকেশন, সার্কুলার ও অর্ডার জারি করে তাদের প্রদেয় পরিষেবার সময়সীমা ঘোষণা করেছে।**

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিষেবা পাওয়ার পদ্ধতি।

আইনের আওতাধীন প্রতিটি দপ্তরের জারি করা গেজেট নোটিফিকেশনে এবং পৌর নিগম ও পৌরসভাগুলির সার্কুলার বা অর্ডারে এক 'ত্রি-স্তরীয়' আবেদন ও অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা প্রজ্ঞাপিত করা হয়েছে। 'পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন-২০১৩' অনুযায়ী প্রতিটি দপ্তরের নির্দিষ্ট পরিষেবার জন্যে একজন করে 'ডেজিগনেটেড অফিসার' চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ডেজিগনেটেড অফিসার কোনও নির্দিষ্ট পরিষেবা পাওয়ার আবেদনপত্রের সঙ্গে কী কী নথিপত্র সংযোজন করতে হবে, তার তালিকাটি কার্যালয়ের প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। আবেদনকারী তালিকা অনুযায়ী যাবতীয় নথিপত্র-সহ আবেদনপত্রটি 'ডেজিগনেটেড অফিসার' বা তার অধীনস্থ কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর কাছে জমা দেবেন। আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সময় ডেজিগনেটেড অফিসার' বা তার অধীনস্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী নির্দিষ্ট ফর্মে (ফর্ম-১) প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং ওই প্রাপ্তিস্বীকার পত্রেই পরিষেবাটি দেওয়ার তারিখ (অবশ্যই গেজেট নোটিফিকেশনে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে) লিখে দেবেন। যদি আবেদনপত্রের কোনও অসম্পূর্ণতা থাকে, তবে প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে অবশ্যই তা উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য পরিষেবা প্রদানের তারিখ জানানো হবে না। প্রতিটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে একটি অনন্য (ইউনিক) নম্বর ও তারিখ লিখে দিতে হবে, যার সাহায্যে আবেদনকারী তার আবেদনপত্রের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবেন। ডেজিগনেটেড অফিসার আবেদন পাওয়ার পর হয় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিষেবাটি প্রদান করবেন, নয় তো কী কী কারণে আবেদনটি প্রত্যাখ্যাত হল তা লিখিতভাবে আবেদনকারীকে জানাবেন।

আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে কিংবা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিষেবা না পেলে কী করণীয়?

আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে কিংবা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিষেবা না পেলে আবেদনকারী আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার তারিখ কিংবা নির্দিষ্ট সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে 'অ্যাপেলেট অফিসার'-এর কাছে অ্যাপিল করবেন। অ্যাপেলেট অফিসার অবশ্য ত্রিশ দিনের পরেও অ্যাপিল গ্রহণ করতে পারেন, যদি তিনি বিলম্বের কারণ বিষয়ে সন্তুষ্ট হন। এক্ষেত্রে অ্যাপেলেট অফিসার ডেজিগনেটেড অফিসারকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষেবাটি দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন, আবার অ্যাপিলটি খারিজও করে দিতে পারেন। 'অ্যাপেলেট অফিসার' যদি আবেদনকারীর অ্যাপিলটি খারিজ করে দেন তবে সেক্ষেত্রে আবেদনকারী 'রিভিউয়িং অফিসার'-এর কাছে অ্যাপিল খারিজ হওয়ার ষাট দিনের মধ্যে দ্বিতীয় অ্যাপিল করতে পারেন। এক্ষেত্রেও রিভিউয়িং অফিসার ষাট দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে দ্বিতীয় অ্যাপিলটি গ্রহণ করতে পারেন।

রিভিউয়িং অফিসারও একইভাবে ডেজিগনেটেড অফিসারকে একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে তার মধ্যে পরিষেবাটি প্রদানের আদেশ দিতে পারেন, আবার দ্বিতীয় অ্যাপিলটি খারিজও করে দিতে পারেন। তবে ডেজিগনেটেড অফিসারকে একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে তার মধ্যে পরিষেবাটি প্রদানের আদেশদানের পাশাপাশি 'ডেজিগনেটেড অফিসার' -এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারেন।

পরিষেবা প্রদানে বিলম্ব বা যথাযথ কারণ ব্যতিরেকে আবেদন বা অ্যাপিল খারিজ করার শাস্তি।

জনসাধারণের কাছে ইতিবাচক এবং পরিষেবা প্রদানকারী পাবলিক অথরিটির কর্মীদের কাছে ভীতিকর দিক হল, এই আইনে নির্দিষ্ট সময়ে পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থ কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা। রিভিউয়িং অফিসার যদি দেখেন যে ডেজিগনেটেড অফিসার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, তবে সেক্ষেত্রে দৈনিক ২৫০ টাকা হারে বিলম্বের জন্যে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। যদি দেখেন 'অ্যাপেলেট অফিসার' নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অ্যাপিলের নিষ্পত্তিকরতে ব্যর্থ হয়েছেন তবে সেক্ষেত্রেও বিলম্বের জন্য দৈনিক ২৫০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। এই আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি রিভিউয়িং অফিসার যদি দেখেন যে ডেজিগনেটেড অফিসার বা অ্যাপেলেট অফিসার 'পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন - ২০১৩' অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছেন তবে সেক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সাজা প্রাপ্ত আধিকারিকরা শুনানির সুযোগ পাবেন।

শুধুই তিরস্কার?

সরকারি কর্মীদের কর্মদক্ষতাকে উৎসাহিত করতে নগদ পুরস্কারেরও সংস্থান রাখা হয়েছে এই আইনে। 'কমপিটিটেন্ট অফিসার' যদি দেখেন এই আইনের আওতাধীন কোনও দপ্তরের কোনও কর্মী একটি অর্থ-বছরে কোনও বিলম্ব বা ব্যর্থতার(default)-কারণে অভিযুক্ত না হয়ে সময়সীমার মধ্যেই যথাযথ পরিষেবা দিতে সক্ষম হয়েছেন, তবে সেই সরকারি কর্মীর জন্যে ওই অর্থ-বছরে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কারের সুপারিশ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট পাবলিক অথরিটি সেই সুপারিশ মেনে ওই কর্মীকে এক হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সার্ভিসবইতে ত্রুটিমুক্ত পরিষেবা প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ করতে পারেন। তবে এখনও পর্যন্ত জারি হওয়া গেজেট নোটিফিকেশনগুলিতে 'কমপিটেন্ট অফিসার'- এর কোনও উল্লেখ নেই।

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে কার্যকর হওয়া জনপরিষেবা আইন থকে পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন কোথায় কোথায় স্বতন্ত্র, সেই আলোচনার আগে বরং এই আইনের আওতায় বিভিন্ন দপ্তর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সব পরিষবা দিতে বাধ্য এবং তার জন্যে 'ডেজিগনেটেড অফিসার', 'অ্যাপেলেট অফিসার' এবং 'রিভিউয়িং অফিসার' কারা, তার কয়েকটি দেখে নেওয়া যাক। (নীচের সারণী)

সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি ছাড়াও পৌরবিষয়ক দপ্তর, উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা দপ্তর তাদের গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রদেয় পরিষেবার তালিকা প্রকাশ করেছে। কলকাতা পৌর নিগম সহ অন্যান্য পৌরসভাগুলি সার্কুলার বা অর্ডার জারি করেছে।

স্থানাভাবে সবগুলি দপ্তর কিংবা কোনও নির্দিষ্ট দপ্তরের পূর্ণাঙ্গ পরিষেবার তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব হল না, অনুসন্ধিৎসু পাঠক www.publicservicesright.in এই ওয়েবসাইটটিতে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেখে নিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন-২০১৩-র প্রেক্ষিতে অন্যান্য রাজ্যের জনপরিষেবা আইন।

অন্যান্য রাজ্যের জনপরিষেবা সময়-নির্দিষ্ট করার উদ্যোগের কথা উঠলেই যে রাজ্যের কথা প্রথমে বলতে হয়, সেটি হল মধ্যপ্রদেশ। কারণ অন্যান্য রাজ্যে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের 'সিটিজেন্স চার্টার অ্যান্ড গ্রিভান্স রিড্রেসাল বিল, ২০১১'-তে অনেকাংশেই মধ্যপ্রদেশে বলবৎ হওয়া আইনের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল, মধ্যপ্রদেশের জনপরিষেবা অধিকার আইনের কিছু কিছু ধারা এবং কিছু সরকারি উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় শক্তিশালী এবং নাগরিকবান্ধব। যেমন, নাগরিককে জনপরিষেবা দিতে ব্যর্থ ডেজিগনেটেড অফিসারকে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র দৈনিক ২৫০ টাকা হারে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা জরিমানার কথা বলা হয়েছে, সেখানে মধ্যপ্রদেশ-সহ অন্যান্য রাজ্যে এই জরিমানার হার দৈনিক পাঁচশো টাকা এবং সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা। এছাড়া জেলাস্তরে জনপরিষেবা সংক্রান্ত দরখাস্ত পর্যালোচনা করবার জন্যে 'ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, পাবলিক সার্ভিস' ও ' অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট' নিয়োগ করা হয়েছে, যাতে করে জনপরিষেবার বিষয়টি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তর-নির্ভর না হয়ে পড়ে। জনপরিষেবার বিষয়টি আরও জনমুখী করে তোলবার জন্যে ব্লক স্তরে এবং পৌর এলাকায় ৩৩৬টি লোক সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে সাধারণ মানুষ 'অনলাইন' জনপরিষেবার আবেদন করতে পারবেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যদি ডেজিগনেটেড অফিসার সময়মতো পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রে এইসব লোক সেবা কেন্দ্রের পরিচালকরা সরাসরি বিষয়টি প্রথম অ্যাপেলেট অফিসারের গোচরে আনবেন।

২০১১ সালের ৭ আগস্ট থেকে ওই রাজ্যে চালু হয়েছে পাবলিক সার্ভিস গ্যারান্টি অ্যাক্টের আওতায় 'অনলাইন' দরখাস্ত গ্রহণ। ফলে মধ্যপ্রদেশ শুধু প্রথম জনপরিষেবা আইন প্রবর্তনের দাবিদারই নয়, অনেক মৌলিক চিন্তাভাবনারও জনক। তাই ২০১২ সালে 'জনপরিষেবা সংস্কার' বিভাগে মধ্যপ্রদেশ রাষ্ট্রসংঘের জনপরিষেবার দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছে।

জনপরিষেবা আইন প্রণয়নে আরেকটি রাজ্যের অভিনবত্বের কথা উল্লেখ না করাটা অন্যায় হবে। রাজ্যটি হল কর্ণাটক। এ রাজ্যে ২০১১ সালে চালু হওয়া আইনটির নাম 'কর্ণাটক গ্যারান্টি অব সার্ভিসেস টু সিটিজেন্স অ্যাক্ট ২০১১ (সাকালা সার্ভিসেস অ্যাক্ট)' কন্নড় ভাষায় 'সাকালা কথার অর্থ 'সময়মতো', 'ভালো সময়ে'। এ রাজ্যে শুরু থেকেই জনপরিষেবার আবেদন 'অনলাইন' গ্রহণ করবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এছাড়া চালু করা হয়েছে একটি মাত্র কন্ট্যাক্ট নম্বরের মাধ্যমে সারা রাজ্যে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা। কনজিউমার ফোরামের মাধ্যমে এবং অসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সাহায্যে জেলাস্তরে এবং প্রতিটি ব্লকে 'হেল্প ডেস্ক ' চালু করা হয়েছে, যাতে আবেদন করতে আগ্রহী ব্যক্তিকে সবরকম সহায়তা দেওয়া যায়। কিন্তু সাকালা অ্যাক্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যান্য বিষয় হল, যদি কোনও নাগরিক জনপরিষেবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না পান, সেক্ষেত্রে ডেজিগনেটেড অফিসারের শাস্তি তো আছেই, তার সঙ্গে আবেদনকারী দৈনিক কুড়ি টাকা হারে সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। আর এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে সময়মতো পরিষেবা দিতে ব্যর্থ সরকারি কর্মীর কাছ থেকে জরিমানা বাবদ আদায় করা টাকা থেকেই।

'সিটিজেন্স চার্টার অ্যান্ড গ্রিভান্স রিড্রেসাল বিল, ২০১১' শীর্ষক যে বিলটি পাবলিক গ্রিভান্স অ্যান্ড পেনশন মন্ত্রকের তদানীন্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী ভি.নারানস্বামী ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে লোকসভায় পেশ করেন (এখনও আইনসভাগুলির বিবেচনাধীন), সেই বিলেও সময়মতো পরিষেবা দিতে ব্যর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার প্রস্তাব রয়েছে।

এছাড়া ডেজিগনেটেড অফিসার পরিষেবা প্রদানকারী দপ্তরের বাইরে থেকে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে এবং তিনি পরিষেবা প্রদানকারী দপ্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তি আধিকারিকের চাইতে পদমর্যাদায় বরিষ্ঠ হবেন - এমনটাই সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি রাজ্যে একটি করে 'স্টেট পাবলিক গ্রিভান্স রিড্রেসাল কমিশন' এবং কেন্দ্রীয় স্তরে 'সেন্ট্রাল পাবলিক গ্রিভান্স রিড্রেসাল কমিশন' গঠন করার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু যতদিন না ওই বিল আইনে পরিণত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকারগুলির প্রণীত আইনেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে নাগরিকদের। ফলে প্রতিটি রাজ্য সরকার প্রণীত জনপরিষেবা আইনে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আওতাধীন দপ্তরগুলির পরিষেবা অধিকার হিসেবে লাভ করার সুযোগ পাবেন সাধারণ

এরপর চারের পাতায়

সংযোগ সংবাদ

পঞ্চায়েত ও আমরা

SAMJOG SAMBAD PANCHAYAT O AMRA

15th June, 2014

শিক্ষাশ্রী প্রকল্প

এই প্রকল্পের তফসিলি উপজাতিভুক্ত পড়ুয়ারা(পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) প্রতি বছর ৮০০ টাকা করে পাবে। তফসিলি জাতিভুক্ত পড়ুয়ারা (পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) পাবে ৫০০-৮০০ টাকা। রাজ্য সরকার শীঘ্রই এই প্রকল্প চালু করতে চলেছে।

মুক্তির আলো

রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে ৫০ জন যৌন কর্মীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবে। তাদের যাতায়াতের খরচ ও ঘরভাড়া দেওয়া হবে। তাদের শিশুদের জন্য করা হবে আবাসিক স্কুল, বৃদ্ধদের জন্য বৃদ্ধাবাস। এই প্রকল্পে বছরে সরকার ৮৮ লক্ষ টাকা খরচ করবে।

তিনের পাতার পর...

জনপরিষেবা অধিকার আইন-২০১৩

মানুষ। কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসগুলির পরিষেবা থাকবে আগের মতোই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মর্জি-নির্ভর। তবে সাধারণ মানুষ যেভাবে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও সোচ্চার হয়ে উঠছেন, তাতে জনপরিষেবা অধিকার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন শুধু সময়ের অপেক্ষা। 'পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন-২০১৩' অনুসারে সাধারণ মানুষ কোন দপ্তর থেকে কোন কোন পরিষেবা কত দিনের মধ্যে পেতে পারেন তা নীচের সারনিতে দেওয়া হল।

সারণী

দপ্তরের নাম	প্রদেয় পরিষেবা	ডেজিগনেটেড অফিসার	সময়সীমা	অ্যাপিলেট অফিসার	রিভিউয়িং অফিসার
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর।	তফসিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কাস্ট সার্টিফিকেট।	মহকুমার ক্ষেত্রে মহকুমাশাসক এবং কলকাতা জেলার ক্ষেত্রে কল্যাণ আধিকারিক ও পদাধিকারবলে যুগ্ম অধিকর্তা/উপ-অধিকর্তা।	সমস্ত কাগজপত্র-সহ আবেদন জমা পড়ার চার সপ্তাহের মধ্যে।	জেলাশাসক।	পদাধিকার বলে অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম সচিব ও জয়েন্ট কমিশনার।
অগ্নি ও জরুরী পরিষেবা।	বীমা সংস্থা ও অন্যান্য ব্যক্তিকে অগ্নি কান্ড ঘটার রিপোর্ট।	ডিরেক্টর জেনারেল।	আবেদন জমা পড়ার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে।	যুগ্ম সচিব।	সচিব।
	অগ্নি নিরাপত্তা সার্টিফিকেট (নবীকরণ -সহ)	ডিরেক্টর জেনারেল/সংশ্লিষ্ট জেলার ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার।	আবেদন জমা পড়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে।	ডিরেক্টর জেনারেল ডেজিগনেটেড অফিসার হলে যুগ্ম সচিব, অন্যথায় ডিরেক্টর।	সচিব অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল।
নগরোন্নয়ন দপ্তর, মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট শাখা/ল্যান্ড ম্যানেজার।	ডেথ মিউটেশান।	ল্যান্ড ম্যানেজার।	৬০ (ষাট) দিন।	যুগ্ম সচিব।	প্রধান সচিব।
	রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এর নন রেসিডেন্সিয়াল ব্যবহারের 'নো-অবজেকশান' সার্টিফিকেট।	ল্যান্ড ম্যানেজার।	৩০ (ত্রিশ) দিন।	যুগ্ম সচিব।	প্রধান সচিব।
পরিবহন দপ্তর	গাড়ির রেজিস্ট্রেশান।	এ. আর. টি. ও।	০৫ (পাঁচ) দিন।	মহকুমা শাসক,জেলায় আর টি ও	অতিরিক্ত জেলাশাসক।
	ড্রাইভিং লাইসেন্স।	এ. আর. টি. ও।	০৭ (সাত) দিন।	মহকুমা শাসক, জেলায় আর. টি. ও.	অতিরিক্ত জেলাশাসক
	গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট।	এ. আর. টি. ও।	০৫ (পাঁচ) দিন।	মহকুমা শাসক, জেলায় আর টি ও।	অতিরিক্ত জেলাশাসক।
খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর।	নতুন রেশন কার্ড।	পরিদর্শক, অবর পরিদর্শক (ব্লকে)।	এম.আর. এলাকা-৩০ দিন, এস.আর. এলাকা-৩০ দিন।	এস.সি.এফ,অ্যান্ড এস ডি.ডি.আর।	ডি.এম.এফ/ডি.আর।
খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর।	ঠিকানা, বয়স, নাম, পদবী ও পরিবার প্রধানের নাম পরিবর্তন।	পরিদর্শক/অবর পরিদর্শক (ব্লকে)/আর.ও।	সব এলাকায় ৩০ (ত্রিশ) দিন।	এস.সি.এফ,অ্যান্ড এস/ডি.ডি.আর।	ডি.সি.এফ/ডি.আর।
	হারানো বা নষ্ট হয়ে যাওয়া রেশন কার্ডের ডুপ্লিকেট।	পরিদর্শক/অবর পরিদর্শক (ব্লকে)/আর.ও।	সব এলাকায় ৩০ (ত্রিশ) দিন।	এস.সি.এফ,অ্যান্ড এস/ডি.ডি.আর।	ডি.সি.এফ/ডি.আর।
	রেশন কার্ড সারেন্ডার অথবা স্থানান্তরকরণ।	পরিদর্শক/অবর পরিদর্শক (ব্লকে)/আর.ও।	সব এলাকায় ১৫ (পনেরো) দিন।	এস.সি.এফ,অ্যান্ড এস/ডি.ডি.আর।	ডি.সি.এফ/ডি.আর।
নারী উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তর এবং শিশু বিকাশ দপ্তর।	কন্যাশ্রী (গ্রামীণ) বার্ষিক স্কলারশিপ।	বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।	০৩(তিন) মাস।	বি.ডি.ও।	ডি.পি.এম.ইউ. প্রজেক্ট ম্যানেজার।
	কন্যাশ্রী (শহর) বার্ষিক স্কলারশিপ ও এককালীন ভাতা।	বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।	০৩(তিন) মাস।	মহকুমাশাসক।	ডি.পি.এম.ইউ. প্রজেক্ট ম্যানেজার।
	কন্যাশ্রী (কলকাতা) বার্ষিক স্কলারশিপ ও এককালীন ভাতা।	বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।	০৩(তিন)। মাস।	ডি.আই (কলকাতা)।	ডাইরেক্টর অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার।
ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর।	জমির তথ্য।	বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও।	০২ (দুই) দিন।	এস.ডি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও।	ডি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও।
	'রেকর্ড অব রাইট'-এর প্রত্যয়িত প্রতিলিপি। ডব্লু.বি.এল.আর.ও	বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও।	০২ (দুই) দিন।	এস.ডি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও।	ডি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও।
	ডব্লু.বি.ই.ও অ্যাক্ট অনুযায়ী আদেশের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি।	বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও।	০২ (দুই) দিন।	এস.ডি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও।	ডি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও।
সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর।	মেয়াদি ঋণ, ক্ষুদ্র অর্থ প্রদান (স্বনির্ভর গোষ্ঠী) সংখ্যালঘু মহিলা ক্ষমতায়ন প্রকল্প, শিক্ষা ঋণ, মেধা স্কলারশিপ, প্রি-ম্যাট্রিক ও পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ।	অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/ম্যানেজার (এম.এফ) ডব্লু.বি.এম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন।	০৩ (তিন) দিন।	জেনারেল ম্যানেজার ডব্লু.বি.মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন।	ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডব্লু.বি.এস.ডি.এফ.সি।
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর।	নতুন বাড়ি নির্মাণ কিংবা বাড়ির পরিবর্তন/পরিবর্ধন।	গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।	৬০ (ষাট) দিন।	পঞ্চায়েত সমিতির যুগ্ম কার্যনির্বাহী আধিকারিক।	পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহী আধিকারিক।
	পঞ্চায়েত এলাকায় খুচরো ও পাইকারী ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স।	গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।	৩০ (ত্রিশ) দিন।		
পরিবেশ দপ্তর।	জৈব সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহারের আবেদন।	বরিষ্ঠ গবেষণা আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ, জীববৈচিত্র্য বোর্ড।	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন।	সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ, জীববৈচিত্র্য বোর্ড।	চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ, জীববৈচিত্র্য বোর্ড।
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর।	মার্কশিট/অ্যাডমিট কার্ড/ সার্টিফিকেটের ডুপ্লিকেট মাইগ্রেসন সার্টিফিকেটের ডুপ্লিকেট (সেকেন্ডারি/ হায়ার সেকেন্ডারি)।	ডেপুটি সেক্রেটারী, ডব্লু.বি.বি.এস.ই/ ডব্লু.বি.সি.এইচ.ই।	১৫ (পনেরো) দিন।	সেক্রেটারী ডব্লু.বি.বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন, হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিল।	অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা প্রেসিডেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য বোর্ড বা কাউন্সিল।
	মার্কশিট/অ্যাডমিট কার্ড সংশোধন বিদ্যালয়ে ভর্তি।	ডেপুটি সেক্রেটারী, ডব্লু.বি.বি.এস.ই/ ডব্লু.বি.সি.এইচ.ই।		সেক্রেটারী ডব্লু.বি.বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন, হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিল।	অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা প্রেসিডেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য বোর্ড বা কাউন্সিল।

জলবাহিত রোগের আক্রমণ থেকে নিজেকে ও পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে বিশুদ্ধ পানীয় জল ও শৌচাগার ব্যবহার করুন।বিশদ জানতে আপনার নিকটবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক- অমলেন্দু ঘোষ। সংযোগ ইনফরমেশন অ্যান্ড নিউজ এজেন্সীর পক্ষে ইলোরা দেবনাথ কর্তৃক, ডি-৬৫০, লেক গার্ডেন্স, কোলকাতা - ৭০০০৪৫ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক মুদ্রিত। যোগাযোগ : পোষ্ট বক্স নং - ১৬২৬৬, কোলকাতা - ৭০০০২৯।
ফোন-৬৫২৯১৮৭৮, ২৪২২৬৮৩৪, ফ্যাক্স:(০৩৩)২৪৬৫-৭১০৭, ইমেল: lokakalyanparishad@gmail.com, samjognews@gmail.com, RNI.REGD.NO 69736/98 © & P by SINA সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।